ভারতীয় লোকজীবন ও সাহিত্যে ডাইনিবৃত্তির প্রভাব ও প্রসার

দেবব্রত ভট্টাচার্য

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

ডাইনিবৃত্তি যে একটি বিদ্যাশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত ও গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে সে বিষয়ে ইউরোপীয় ও মার্কিন পণ্ডিতদের কোনো সংশয় ছিল না। এই বিষয়টির তত্ত্ব ও প্রয়োগঘটিত অনেক বই সেদেশে প্রচলিত। গৃহ্যবিদ্যাসংক্রান্ত প্রাচীন পুঁথি এবং ডাইনিতন্ত্রের সাধকদের ব্যবহারের উপযোগী দুর্বোধ্য-প্রায় গ্রন্থগুলির পাশে যথার্থ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থও বহু রচিত হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যে ডাইনি-সংক্রান্ত প্রসঙ্গ বড়ো কম নেই। ভারতীয় লোকজীবনের বিশ্বাসে সংস্কারে 'ডাইনি বাদ' একটি বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আমি এই গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্যের মূলধারায় ডাইনিবৃত্তের যে বিশিষ্ট পরিচয় পাই তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। স্বাভাবিকভাবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত আমার পরিক্রমা। বিবরণধর্মী কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। ভারতীয় ডাইনি-প্রসঙ্গর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ই আমার অভিপ্রায় ছিল। সেদিক থেকেই গ্রন্থের বিষয়টি আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

পরিশেষে এটাই উল্লেখ করি যে, এই গ্রন্থটি সমাজতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। যূথবদ্ধ মানুষের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কারের এই অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ, সেই লোকমানসকে ও তার অতীত ও বর্তমানকে চিনে নিতে সাহায্য করে। ডাইনিবাদে বিশ্বাসের পক্ষে আমাদের কোনোরকম পক্ষপাত এই গ্রন্থের কোনোস্থানেও প্রকাশ করতে চাইনি। তথ্যাদি নানা উৎস থেকে সংকলিত। কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমার নিজের এবং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তও।

প্রাসঙ্গিক আদিবাসী ডাইনিসংক্রান্ত চিত্রগুলি উপস্থিত করতে পেরেছি জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে, আর এই গ্রন্থখানি যে সবার হাতে তুলে দিতে পেরেছি সেজন্যে অনুজ প্রতিম প্রকাশক সন্দীপ নায়ককে জানাই অশেষ ধন্যবাদ সহ আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

দেবব্রত ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় ডাইনিবৃত্তির পটভূমি ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডাইনি ও ডাইনি শব্দ ৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগ ও ডাইনিবৃত্তি ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

তন্ত্রসাহিত্যে ডাইনিবৃত্তি ৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

গুপ্তবিদ্যা ও ডাইনি আচার ৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক) আদিবাসী লোকজীবনে ডাইনিবৃত্তির প্রসার ঃ
সাধারণ পর্যবেক্ষণ ১১৫

খ) সাঁওতাল সমাজে ডাইনি ও 'ডান'-প্রথা ঃ
বিশেষ পর্যবেক্ষণ ১৪০

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন সাহিত্যে ডাইনি প্রসঙ্গ ১৫৩

উপসংহার

পরিশিষ্ট

ক) বৌদ্ধ-জৈন সম্প্রদায়ে ডাকিনি ১৮১

খ) প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকিনীবিদ্যা ১৮৬

পুস্তক-বিবরণী ১৯২

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় ডাইনিবৃত্তির পটভূমি

ভারতীয় লোকজীবনের সঙ্গে ডাইনিবৃত্তির সম্পর্ক যে খুবই ঘনিষ্ঠ সে কথা বলতে একটুও দ্বিধা নেই। এবং এই ঘনিষ্ঠতার ইতিবৃত্ত যে প্রাচীন ভারতের মতোই অতিশয় প্রাচীন, সেটাও আমরা ভালোমতো উপলব্ধি করেছি। কিন্তু ডাইনিবৃত্তির ইতিহাস বলে আমাদের কোনো ইতিহাস নেই—না থাকাটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। কারণ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে ইউরোপ মহাদেশে, ডাইনি মেয়ে-পুরুষকে নিয়ে সুবৃহৎ ইতিহাস ও ভূগোল রচনা করার যে ভয়ংকর তাগিদ একসময়ে দেখা গিয়েছিল — আমাদের এই উপমহাদেশে সেরকমটি কখনো দেখা দেয়নি। আর তা দেয়নি বলেই ডাইনিবৃত্তির ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের কাজে উৎসাহ বোধ করেননি ভারতের পণ্ডিতসমাজ কোনো কালেও। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত-প্রবরই স্বীকার করেন যে, ভারতের আদিম জনজীবনে প্রচলিত বহুবিধ বৃত্তির ন্যায় ডাইনিবৃত্তিও এক রহস্যজনক বৃত্তি।

আবার কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, ডাইনিবৃত্তি হল এমনই এক জটিল বৃত্তি, যার সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা খুবই কঠিন। তবে এই বৃত্তির সূত্রপাত যে ভারতের আদিম মানবগোষ্ঠীর বিবিধ ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও নানাধরনের কুসংস্কারকে অবলম্বন করেই হয়েছিল, সেকথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এবং এই সমস্ত কিছুর মূলে তাঁরা দেখেছেন 'জাদুধর্ম' নামে একটি ধর্মের অবস্থান; ইংরেজিতে যাকে সরাসরি 'ম্যাজিক রিলিজিয়ন' বলে অভিহিত করা যায়। আর এই ধর্মবিশ্বাসের জোরেই নাকি ডাইনিরা পারদর্শী হয়ে ওঠে জাদুচর্চায়, এবং জাদুসংক্রান্ত নানান প্রক্রিয়ার (various magical devices) প্রয়োগ করে সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওদের বৃত্তিচর্চার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বহু মানুষকে দিনের পর দিন প্রলুব্ধ করেছে ডাইনিরা রকমারি মায়াজাল সৃষ্টি করে। এইভাবেই ভারতভূমির দিকে দিকে ডাইনিবৃত্তির শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হয়ে এসেছে সেই কোন প্রাচীন কাল থেকে — আজও যার শেষ নেই; আজও এই রহস্যঘন বৃত্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে চলেছে গ্রাম, গঞ্জ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ'য়ে শ'য়ে নারী ও পুরুষ।

আমাদের মধ্যে কিছু কিছু পাণ্ডিত্যাভিমানি ব্যক্তি আছেন যাঁরা ডাইনিবৃত্তিকে কুসংস্কারজনিত এক অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নন। তাঁদের এই ধারণা অনুযায়ী, এই অন্ধবিশ্বাস বা ডাইনি-ভীতি এককালে ভারতের অগণিত মানুষের অন্তরে গভীরভাবে শেকড় গেড়েছিল। অনিষ্টকর চিন্তায় তারা নিজেদের অসহায় বোধ না করে পারেনি।

ডাইনিদের জাদুমন্ত্র, তুকতাক ইত্যাদি তাদের কল্পনায় মৃত্যুবাণেরই সামিল ছিল। এই অন্ধবিশ্বাসের শিকার হয়ে যুগ যুগ ধরে ডাইনিদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে ভারতের নিম্নবর্গের মানুষকেও লিপ্ত হতে হয়েছে নানা গুপ্ত ক্রিয়া-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠানে। এরকম আরও অনেকের অনেক রকম বক্তব্যই আমরা শুনেছি, খুবই মনোযোগ সহকারে। কিন্তু এখনই এসব নিয়ে কিছু বলতে চাই না। চাই শুধু দেখাতে এইটুকুই যে, ডাইনিবৃত্তির বাস্তব অস্তিত্বকে কোনোভাবেই কেউ যে অস্বীকার করতে পারেননি, তা এই সমস্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়েই পরিষ্কার। প্রসঙ্গত, আধুনিক ইউরোপের কিছুসংখ্যক কট্টর যুক্তিবাদী এগিয়ে এসেছেন তাঁদের দেশের ডাইনিবৃত্তি বা উইচক্র্যাফটের অস্তিত্বকে পুরোপুরি নস্যাৎ করতে।। তাই তাঁদের অসামান্য যুক্তির মারপ্যাঁচে 'উইচক্র্যাফট'কে গণমৃগী রোগ বা mass hysteria নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এবং এই গণব্যাধি সৃষ্টির মূলে তাঁরা মনোবিজ্ঞানগত একগুচ্ছ কারণ (psychological causes) উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, আজকের ইউরোপে যেহেতু ঐ সমস্ত কারণের অস্তিত্ব সমূলে লোপ পেয়েছে যুক্তিবাদের খোলা হাওয়ায়, সেহেতু গণজীবনে বায়ুরোগের প্রাদুর্ভাবও নেই। তা হয়তো নেই, কিন্তু হিস্টিরিয়া নামক ব্যাধিটি যে এখনও বহু মানুষকে আক্রমণ করে থাকে, সে বিষয়ে এই যুক্তিবাদীরা একটুও ওয়াকিবহাল আছেন কি না তা তাঁরাই জানেন। যাই হোক, আমাদের ভারতীয় নৃবিজ্ঞানীরা অনেক বেশি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করেছেন ডাইনিবৃত্তিকে নিয়ে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই বৃত্তিটির অনেক গভীরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, অন্যান্য প্রাচীন বৃত্তির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে, ডাইনিবৃত্তিকে নিছক একটি আদিম বৃত্তি হিসেবেই নৃবিজ্ঞানী তথা মানববিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেননি। বরং তাঁরা এই বৃত্তিকে একটি কালচার বা সংস্কৃতি (witchcraft culture) বলেই গ্রহণ করেছেন; যথেষ্ট গুরুত্বও আরোপ করেছেন এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের রহস্য উদঘাটন করে। আমরাও এঁদের সঙ্গে এবিষয়ে একমত হয়ে বলতে পারি যে, হাজার হাজার বছর পেরিয়ে এই সংস্কৃতি ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে চলে এসেছে বংশপরম্পরায়। এবং এইভাবে চলে আসাটাই তো ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাসে এরকম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই বললেই চলে। সুতরাং যাঁরা প্রাচীন গ্রিস ও রোমান-কালচারের ইতিবৃত্ত পাঠ করে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ডাইনিবৃত্তিকে কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের একটি বৃত্তি হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান, তাঁরা আমাদের ভাবনা-চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন বলেই মনে করি। কারণ ভারতীয় ডাইনিবৃত্তি নামে যে কালচার, তা নিঃসন্দেহে আদিম বা primitive, প্রাচীন বা ancient; কিন্তু তাই বলে সেটি প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনা হয়েই থেমে থাকেনি, একেবারে 'পাস্ট' হয়ে যায়নি। এই বৃত্তিটি হয়ে আছে একইসঙ্গে প্রাচীন ও সমকালীন বা জীবন্ত। তারই জন্যে ডাইনিবৃত্তি সম্পর্কীয় ধর্মীয় সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান (rites and rituals), রীতিনীতি, বাধা-নিষেধ (manners and customs, taboos) ইত্যাদির পুরুষানুক্রমিক

ভাবে মৌখিক হস্তাকরণ (oral tradition) হয়ে চলেছে; তা আজও প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠিজীবনে। এই সমস্ত ধর্মাচার, রীতিনীতি, আচার-বিচার, ইষ্ট-অনিষ্ট বিষয়ে আজকের বিভিন্ন গোষ্ঠিভুক্ত মানুষের অন্তরের যে বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা বা চিন্তার স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করছি, তা কিন্তু আজকের নয় —দু'চার হাজার বছরের পুরোনো মানুষের অন্তরেই এই চিন্তা বাসা বেঁধেছিল। তারা গভীর বিস্ময়ে চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল সদা অস্থির প্রকৃতির বুকে ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনার পানে, দিবারাত্র। কিন্তু কেবল দেখেই তারা পরিতৃপ্ত হয়নি। প্রকৃতির মতো তাদের মন-প্রাণও হয়ে উঠত অশান্ত, থেকে থেকে। আর তখনই তারা হয়ে উঠত অনুসন্ধিৎসু। শুরু হয়ে যেত অনুসন্ধানের কাজ। স্থূল বুদ্ধির সাহায্যে যতদূর সম্ভব ততদূর এগিয়েছে একটু একটু করে প্রাকৃতিক ঘটনার রহস্য ভেদ করতে, অদৃশ্য শক্তিবলে কোথাও কিছু লুকিয়ে আছে কিনা, তা খুঁজে বার করতে। আবার, জানাই শুধু উদ্দেশ্য ছিল না; অদৃশ্য শক্তি বা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার কায়েম করার অনলস প্রচেষ্টাও চলেছে সমানে। আর এই বিস্ময়কর প্রচেষ্টা বা অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই যে ডাইনিবৃত্তি চর্যার বীজ উপ্ত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের মাটিতে একদিন, সে-বিষয়ে আমাদের নৃবিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত। শুধু তাই নয়, আদিম অন্ধকার যুগে ডাইনিদের এহেন অনুসন্ধিৎসা ও তাদের অনুসন্ধানের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে ডাইনিবৃত্তিকে আদিম বিজ্ঞান (primitive science) বলে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেননি অধিকাংশ ভারতীয় মানববিজ্ঞানী। দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার প্রশ্নও ওঠেনি। কারণ আদিম ডাইনিচর্চা আজ এই বিজ্ঞানের যুগে যতই তুচ্ছ, যতই অর্থহীন বা insignificant বলে বোধ হয়ে থাকুক না, তবু আদিম মানব মনের প্রথম অগ্রগতির দিক থেকে এর গুরুত্ব অসীম। আদিম মানব মনের (primitive mind) কেবল এক অগ্রগতিই নয়; বরং বিবর্তনের প্রথম ধাপ বা স্তর হিসেবেই আমরা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারি ডাইনিবৃত্তিচর্চার প্রথম পর্যায়কে। এখানেই তো আমরা লক্ষ করেছি যে, মানুষ প্রথম থেকে কতই না প্রাণপাত চেষ্টা করেছে প্রকৃতির রহস্যজনক নিয়মকানুনকে জানবার জন্যে। দিনের পর দিন প্রয়াস চালিয়েছে নানা রহস্যাবৃত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে বাস্তব জীবনটাকে সুখী করতে, ফুলে ফলে যতদূর সাধ্য ভরিয়ে তুলতে। গভীর অন্ধকারে যতটা সম্ভব বা যেমন করেই হোক একটু আলো দেখার জন্যেই তো আদিম ডাইনিবৃত্তিচর্চার মধ্যে আমরা পেলাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রথম পরিচিতি। ভারতীয় ডাইনিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও নৃবিজ্ঞানী ডক্টর P. Thomas এ বিষয়ে লিখেছেন।

"The practice of sorcery, however crude or cruel, marks a definite stage in the evolution of the primitive mind. It is man's first attempt to understand and master the mysterious laws of the universe for his material benefit."

বিজ্ঞানী থমাস আরও দেখিয়েছেন যে, একজন মায়াবী বা 'সরসরার', যে নাকি মায়াবিদ্যা বা ডাইনিবিদ্যার চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল, সেই-ই প্রথম চিকিৎসক বা 'মেডিসিন ম্যান' নামে খ্যাত হয়, এবং যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাকে এই খেতাব প্রদান করা হয়েছিল

প্রাচীন ভারতীয় সমাজের তরফ থেকে। এইরকম এক মায়াবী তার বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে যে সমস্ত গাছগাছড়া, ফলমূল, পোকামাকড়, কাঁকড়া ও বিশ্রী রকম পদার্থে নিজের চিকিৎসাগারের হাঁড়ি-কড়া পূর্ণ করত, তারও বিরোধিতা করেননি বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, মেডিসিনম্যানের সংগৃহীত ঐ সব উপাদানের সাহায্যে বর্তমানেও নানা রোগ নিরাময়ের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই ঐ মেডিসিনম্যানের আদিম চিকিৎসাকেন্দ্রকে বিশ্বের প্রথম রসায়নাগার বা গবেষণাগার বলেই অভিহিত করতে হয়। ড. থমাসের কথায় :

"It is not without reason that sorcerer is often described as the medicine man ; for the science of medicine rose mainly through the art of the sorcerer. His cauldron of crabs, herbs and loathsome objects was the first laboratory in the world, and a good deal of the modern science of healing had its origin in the fearsome rites of the magician."

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এই মেডিসিন ম্যান পাশ্চাত্যের ডাইনি সম্প্রদায়ে ডাইনি-চিকিৎসকের সম্মান অর্জন করে। ডাইনিদের ভালো, মন্দ, ইষ্ট, অনিষ্ট ইত্যাদি নিয়ে যাবতীয় চিন্তা করতে হত ডাইনি চিকিৎসক মহাশয়কেই। এজন্যে একাধারে ইষ্ট ও অনিষ্ট, জাদুবিদ্যা, ভেষজ বিদ্যা ও জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী হতে হত এই চিকিৎসককে। অবশ্য ভেষজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনই ছিল চিকিৎসকের প্রধান লক্ষ্য। নানান জাতীয় লতাপাতা শেকড়বাকড়ের গুণাগুণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করতে হত তাকে হাসি মুখে। বহু রকমের ওষুধ-বিষুধ, নির্যাস ও পানীয় প্রস্তুত করার নানান পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হত ডাইনিদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে। ডাইনিরা বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা জাতের লতাগুল্ম সংগ্রহ করত বছরের পর বছর ধরে চিকিৎসকের নির্দেশে। শুষ্ক ওষধির (dried plants or herbs) নমুনা একের পর এক নিয়ে আসার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত ডাইনি চিকিৎসকের অধীনে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাইনিকে। চিকিৎসক সেগুলিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে সাজিয়ে রাখত পরীক্ষাগারের ওষধি প্যাঁটরায়। সুতরাং ডাইনি-চিকিৎসক মাত্রেই যে শক্তিশালী ভেষজ-গুণবিৎ ব্যক্তি (herbalist) হয়ে থাকত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবার নানা প্রকারের লতাহীন ডাঁটা সংগ্রহের ব্যাপারেও ডাইনি-চিকিৎসককে দিনের পর দিন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতে হত চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের দিকে লক্ষ রেখে। এ থেকে বেশ কিছু নৃবিজ্ঞানীর ধারণা হয়েছে যে, জ্যোতিষভিত্তিক ভেষজবিদ্যার (astronomical herbalism) অনুশীলনও করতে হত ডাইনি-চিকিৎসককে দিনক্ষণের হিসেব মাথায় রেখে। সুতরাং ডাইনি-চিকিৎসকরা যে 'কোঅ্যাক' বা একেবারে হাতুড়ে বৈদ্য ছিল, সেকথা আমরা ইউরোপীয় কোনো ডাইনিবিদ্যা বিশারদ বা নৃবিজ্ঞানীকে বলতে শুনিনি। এবং এরকম একটা কথা বলার মতো ধৃষ্টতা তাঁরা দেখাতেও হয়তো চাননি। কারণ ডাইনিবৃত্তি সম্পর্কিত নানা বিষয়ের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে জানা যায় যে, ডাইনি-চিকিৎসকরা এমন কিছু উদ্ভিদ নিয়ে ওষুধ-বিষুদ ও মলম বা ointment প্রস্তুত করত, যেগুলি আজকের এ্যালোপ্যাথি ও হোমিও চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়

বলে বিবেচিত হয়ে থাকে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে। জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক ও উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ এ.বি.ক্লার্ক দৃষ্টান্ত হিসেবে, পিটার হেনিং-এর ডাইনি-গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ফার্ন গাছের পাতা (frond), ঝাউ জাতীয় আর একপ্রকার গাছের পাতা (poplar leaves), কুচিলা (aconite), নিদ্রাকারী উদ্ভিদ (belladonna) ইত্যাদি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে যথেষ্টই প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এছাড়াও মানুষ ও বিভিন্ন পশুর চর্বির সাহায্যে নানারকমের প্রলেপ প্রস্তুত করায় ডাইনি চিকিৎসকেরা ছিল সিদ্ধহস্ত। আরও জানা যায় যে, প্রাণীদেহের রক্তমাংস, মেদমজ্জার নির্যাস থেকে এক এক রকমের কার্যকরী 'মিক্স্চ্যার' বা liquid medicine হামেহাল মজুত থাকত ডাইনি ডাক্তারের 'ল্যাব' বা রসশালায়, ডাইনিদের জন্যে ও ডাইনিদের শিকার ধরার প্রয়োজনে বিশেষ করে। ডাইনি শিক্ষা নবিশদের মানসিক স্বাস্থ্য যাতে কোনো অবস্থাতেই ভেঙে না পড়ে সেদিকে ডাইনি চিকিৎসককে রাখতে হত কড়া নজরদারি। আর এই নজরদারির এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ডাইনি কুশীলবদের নিয়মিত ঐ জীবজ ঔষধ পান করানো। কার কতটুকু সেবন করা প্রয়োজন, তা ঐ ডাক্তার সাহেবই স্থির করত নবাগত ও নবাগতাদের শারীরিক গঠন ও সহ্যশক্তির বিচার করে। কিন্তু কেবল যে দেহমনকে চনমনে ও চাঙ্গা রাখার জন্যেই এই জলীয় পদার্থ গেলানো হত, তা নয়। আসল উদ্দেশ্য ছিল আগেকার জীবনের যাবতীয় স্মৃতিকে একটু একটু করে মুছে দেওয়া ও ঘরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাশক্তির বিনাশ করা। এই ভয়ংকর 'লিক্যুইড মেডিসিন'র মধ্যে এই দুটি গুণ বাদেও নিশ্চয় আরও এমন কিছু ভয়ংকরী শক্তি ছিল, যে জন্যে এই দাওয়াই পান করা সব বয়সের ডাইনিদের ক্ষেত্রে ছিল বাধ্যতামূলক, বিশেষত যে-কোনো অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হওয়ার আগে। আবার ডাইনি জাদু (witch magic) ও কালো জাদু (black magic) চর্চার আগেও ডাইনি জাদুকর জাদুকরীদের গলায় ঢালতে হত এই পানীয়, বিশেষ দানবীয় শক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজনে। অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকেও আমরা জানতে পারি কিভাবে, জাদুকরেরা নানারকম উদ্ভিদের সাহায্যে বেশ কিছু ওষুধ প্রস্তুত করত সাধারণ মানুষকে সুযোগমত সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে। এই জাতীয় ওষুধগুলির মধ্যে ভেষজ পদার্থ বা উপাদান (medicinal ingredients) বলে যা থাকত, তাকে আমরা এক কথায় ঘুমপাড়ানি পদার্থ বা মাদকদ্রব্য (narcotic or intoxicating substance) বলেই ধরতে পারি। এইভাবেই যে প্রাচীন ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে জাদুকরদের মধ্য থেকে 'মেডিসিনম্যান'দের আবির্ভাব ঘটেছিল, সে সম্পর্কে কিছুসংখ্যক পশ্চিমী ডাইনি-গবেষক, নৃবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা প্রায় একমত হয়েই তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। সেই সঙ্গে তাঁরা প্রাচীন আফ্রিকার ডাইনি চিকিৎসকদের বুদ্ধি, বিদ্যা ও চিকিৎসাপদ্ধতির বিভিন্ন দিকের সালতামামিও করেছেন। আধুনিক আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে ডাইনি-চিকিৎসকের আসন ও মর্যাদা এখনও সমাজের বিত্তশালী মানুষের চাইতে অনেক ওপরে। কারণ আফ্রিকার ডাইনিবৃত্তি বা 'ভুঁদু' হল এখানকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় আচার